২৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 10 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ॥ শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন ॥ প্রতিবাদ সমাবেশ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের রিক্রুটমেন্ট রুল পরিবর্তন করে 'নন-টেকনিক্যাল' তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে পুনরায় প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীত করার প্রতিবাদে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ও উপাচার্যের কার্যালয় অবরোধ করে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা। বিক্ষোভ ও অবরোধশেষে অনুষদীয় ছাত্র সমিতির নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়েছেন, ১৯৮১ সালে প্রণীত বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারে নিয়োগবিধি বহাল রাখার ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষাসহ অনুষদীয় সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে গত ৬ই জুলাই আমতলায় মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদীয় ছাত্র সমিতি আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সহ-সভাপতি এমদাদুল হক। বর্তমানে বিসিএস মৎস্য ক্যাডারের জন্য সুপারিশকৃত নিয়োগবিধিকে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত ও অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে বক্তারা বলেন, কোন টেকনিক্যাল ক্যাডার তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতির নিয়ম নেই। যদি ১৯৮১ সালে প্রণীত বিসিএস মৎস্য ক্যাডারের রিক্রুটমেন্ট রুলস পরিবর্তন করা হয় তাহলে সমস্ত ক্যাডারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ থেকে প্রদত্ত বিএসসি ফিসারিজ অনার্স ডিগ্রি এবং বিএসসি অনার্স জুওলজি সমতুল্য হতে পারে না। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর বেপারী, সাবেক সহ-সভাপতি বিশ্বনাথ সরকার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার গোলাম মোস্তফা। সমাবেশ পরিচালনা করেন রণজিত দেবনাথ।

বাকসুর একাত্মতা

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ছাত্র সমিতির ব্যানারে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বাকসুর সহ-সভাপতি মোঃ আবদুস সালাম এবং সাধারণ সম্পাদক আরিফ জাহাঙ্গীর। বাকসুর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কোন টেকনিক্যাল ক্যাডারে কখনও নিচ থেকে পদোন্নতি দেয়ার ব্যবস্থা নেই। যদি এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হয় তাহলে সমস্ত টেকনিক্যাল ক্যাডারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। এছাড়াও তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতি সম্পূর্ণভাবে ন্যক্কারজনক আখ্যায়িত করে বাকসু নেতৃবৃন্দ ১৯৮১ সালে প্রণীত বিসিএস রিক্রুটমেন্ট রুল বহাল রাখার দাবি জানান। অন্যথায় যেকোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত তথা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়ী থাকতে হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।